

২৪/১২/২০২৩
 মোঃ মনোজ আলী
 অর্থসচিব
 অর্থসচিবের কার্যালয়
 জেলা জজ ও অর্থসচিব আদালত
 নারায়ণগঞ্জ

অর্থসচিব আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ (৪) ধারার বিধান মোতাবেক

নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থসচিব আদালত, নারায়ণগঞ্জ।

অর্থজারী মোকদ্দমা নং-৫০/২০২৩

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, স্থানীয় কার্যালয়, জেলা-ঢাকা।

-----ডিক্রীদার।

বনাম

- (১) আল-আমরীন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড, প্রকল্পের সাং-নয়াগাও, চরকামালদী, সোনারগাও, নারায়ণগঞ্জ, অফিস সাং- বাড়ী নং-০৩, বরু-এফ, রোড নং-০৫, বনশ্রী, রামপুরা ঢাকা।
- (২) মোঃ আসাদুল ইসলাম আসাদ, পিতা- মৃত ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম মোল্লা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল আমরীন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড, বাড়ী নং-০৩, বরু-এফ, রোড নং-০৫, বনশ্রী, রামপুরা ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম-মছলন্দপুর, পোস্ট- বারদী বাজার, উপজেলা- সোনারগাও, নারায়ণগঞ্জ।
- (৩) বেগম মানছুরা আক্তার, স্বামী- হাফেজ মাওলানা মোঃ আসাদুল ইসলাম আসাদ পরিচালক, আল আমরীন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড, বাড়ী নং-০৩, বরু-এফ, রোড নং-০৫, বনশ্রী, রামপুরা ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম-চরমসুরা, পোস্ট-রমজানবেগ, থানা ও জেলা-মুন্সীগঞ্জ সদর।

-----দায়িকগণ।

এতদ্বারা ডিক্রীদারের প্রাপ্য দাবীকৃত টাকার পরিমাণ ৫৯,৫১,৮৫,৩৩৬.০০/- (উনষাট কোটি একাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশত ছত্রিশ) টাকা, ১২% সুদ সহ ৩৪,২৪,২৯,৯৬৩.৩১/- (চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত তেষট্টি টাকা একত্রিশ পয়সা) টাকা, ০৭/০৯/২০২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ সর্বমোট পরিশোধতব্য টাকার পরিমাণ ৯৩,৭৬,১৫,২৯৯.৩১/- (তিরানব্বই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পনের হাজার দুইশত নিরানব্বই টাকা একত্রিশ পয়সা) টাকা। এমতাবস্থায় টাকা আদায়ের নিমিত্তে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদেরকে অত্র বিজ্ঞপ্তি সহ তাহাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় জামানতের বিবরণ লিখিয়া সহি স্বাক্ষরিত সীল মোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। আগামী ২৭.১২.২৪. ইং তারিখে বেলা ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে নিলাম ক্রয়ে ইচ্ছুক প্রত্যেক দর দাতাকে জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অথবা অফিসে রক্ষিত দরপত্র বাস্তবে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত দিবসে উপস্থিত দর দাতাদের সম্মুখে দরপত্র খোলা হইবে। সর্বোচ্চ দর গ্রহণের বিষয়টি আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষে।

নিলামের শর্তাবলী

- ১) আগামী ২৭.১২.২৪ ইং তারিখে বেলা ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি বা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে আদালতে রক্ষিত দরপত্র গ্রহণের বাস্তবে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে।
 - ২) নিলাম দরপত্র সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিলাম দরপত্র দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখে সিলমোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপর "সম্পত্তি নিলামে ক্রয়ের দরপত্র" লিখে দাখিল করতে হবে।
 - ৩) নিলাম দরপত্রের সাথে নিলাম দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
 - ৪) প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকা জামানত স্বরূপ বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থসচিব আদালত, নারায়ণগঞ্জ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হইবে।
- দরদাতা অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা



অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হইলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

- ৬) দর দাতাগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) এর সম্মুখে ঐ একই দিন অর্থাৎ ২৯.১২.১৪ ইং তারিখ বিকেল ১২.০০ ঘটিকায় দরপত্র বাস্তব খোলা হবে।
- ৭) দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে, একটি তফসিলের আংশিক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে কিংবা ক্রটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৮) তফসিল সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা-সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ডিক্রীদার/ব্যাংক এর উপর বর্তাইবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরদাতাকে বহন করতে হবে।
- ৯) উপরে বর্ণিত ক্রমিক নং-৫ এর অধীনে প্রথম দরপত্র দাতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ আদালত ডিক্রীদারকে প্রদান পূর্বক ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করিবে এবং আদালত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, আদালত অর্থস্বপ্ন আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৩ (৩) অনুযায়ী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহ্বান করিবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহৃত হইবার পর উক্ত আইনের উপ-ধারা ২(খ) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রী দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।
- ১০) দরপত্র জমা দেওয়ার পর বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তি গুণ, মান, পরিমাণ ও অবস্থা সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।
- ১১) দরপত্র গৃহীত না হইলে জামানতের টাকা যথা সময়ে ফেরত দেওয়া হইবে।
- ১২) কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ১৩) সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও অন্যান্য কর ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।
- ১৪) আইনের বিধানমতে ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ সম্পত্তির দখল ক্রেতার অনুকূলে সমর্পণের ব্যবস্থা করা হইবে।
- ১৫) নিলামে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ডিক্রীদার ব্যাংকে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্থাবর সম্পত্তির তফসিল

জেলা-নারায়ণগঞ্জ, থানা-সোনারগাঁও, সাব রেজিস্ট্রি অফিস-বৈদ্যের বাজার, জে.এল নং- সাবেক-৬৬, এস.এ-৭৭, আর.এস-৭১, মৌজা-“চরকামাদী, খতিয়ান নং-সি.এস-৮২, ১৩৮, এস.এ-৫৭, ১১৪, আর.এস-৮১, ১৯, ১০৫, ২৩৮, নামজারী খতিয়ান নং-৬১৮, জোত নং-৬১৭, দাগ নং-সি.এস ও এস.এস-৩৫৭, ৩৫৯, আর.এস-৫৮৯, ৫৮৭, ৫৮৬, ৫৮৫, জমির পরিমাণ-(২৭+২৭+২২+২৮)= ১০৪ (একশত চার) শতাংশ ভূমি এবং তদস্থিত নির্মিত, নিমিতব্য ইমারতাদী, স্থাপিত, স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি ও প্রাথমিক মজুদ মালামাল এন্ড স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি সহ অত্র দলিল দ্বারা বন্ধককৃত বটে। যাহার চৌহদ্দিঃ- উত্তরে-মোঃ আসাদুল ইসলাম আসাদ ও বাদশা গং, দক্ষিণে-মোঃ আসাদুল ইসলাম আসাদ, পূর্বে-মোঃ আসাদুল ইসলাম আসাদ, পশ্চিমে- মোঃ আসাদুল ইসলাম আসাদ (যার মালিক আল আমরীন ফুড পোডাক্টস লিমিটেড)।

আদালতের আদেশক্রমে



সেরেস্টাদার

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থস্বপ্ন আদালত,
নারায়ণগঞ্জ।

